প্রথম আলো

তারিখ ... 26 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ২ ...

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে দান করলে কর অব্যাহতি

২০২০ সাল পর্যন্ত কর ছাড় পাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে কোনো করদাতা অর্থ দান করলে কর অব্যাহতি পাবে। আবার এ তহবিলের আয়ও করমুক্ত থাকবে। গত মঙ্গলবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বোর্ডসভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দানকর আইন অনুযায়ী, শর্ত সাপেক্ষে কিছু খাতে দান করলে কর রেয়াত পাওয়া যায়। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে দান করলেও এ সুবিধা পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, মানবসম্পদ গঠনে শিক্ষা জরুরি। তাই প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে দান করলে কর অব্যাহতি এবং তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয়ও করমুক্ত থাকবে। কর অব্যাহতি থাকলে এ তহবিলে করদাতারা দান করতে উৎসাহী হবেন।

বিদ্যমান আইনে দান করলেও এর ওপর কর দিতে হয়। কিন্তু ১৯৯০ সালের দানকর আইনে কিছু খাতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এ আইনের চার (এক) নম্বর ধারায় বলা আছে, ১১টি খাতে দান করলে কর অব্যাহতি পাওয়া যায়। যেসব খাতে দান করলে কর অব্যাহতি মিলে, সেগুলো হলো দানকৃত সম্পত্তি, যদি বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত হয়; দান, যদি সরকার বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হয়; আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো হাসপাতাল; সরকার কর্তৃক গঠিত বা দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল; শর্তসাপেক্ষে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান; নির্ভরশীল আত্মীয়ের বিবাহকালে দান; নির্ভরশীল আত্মীয়কে বিমা বা বৃদ্ধি দেওয়া হলে; উইল করে দান করলে; মৃত্যু চিন্তায় দান করলে এবং দান যদি পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, আপন ভাই বা বোনকে করা হয়। এ ছাড়া এ ধারার তিন নম্বর উপধারা অনুযায়ী, সরকার চাইলে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের দানকে কর অব্যাহতি দিতে পারে।

২০২০ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের কর ছাড় : গ্রামীণ ব্যাংকের কর অব্যাহতির মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এনবিআরের বোর্ডসভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আগামী ৩১ ডিসেম্বর গ্রামীণ ব্যাংকের কর অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কর অব্যাহতি সুবিধা পেয়ে আসছে। এ বিষয়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান জানান, যেহেতু গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে, তাই প্রতিষ্ঠানটির জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, শিগগিরই অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক কর অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, কর অব্যাহতি দেওয়া হলে বিপুলসংখ্যক শেয়ারধারীকে লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হবে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকে ৮৭ লাখ ৬৬ হাজার ৪৩৬ জন সদস্য আছেন। প্রতিষ্ঠানটি বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে।